দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 03 OCT 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

এম্বিশন প্লাস কনসালটেন্ট-এর প্রতারণা

বিদেশে শিক্ষার্থী পাঠানোর নামে হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা

স্টাফ রিপোর্টার

শিক্ষার্থীদের বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বাংলাদেশে ব্যবসায়িকভাবে গড়ে ওঠেছে অনেক কনসালটেন্সি ফার্ম। হাতে গোনা কয়েকটি ফার্ম ছাড়া প্রায় সবগুলো ফার্মের দ্বারাই শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সময় বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। জানা গেছে, বিভিন্ন দেশে স্টুডেন্ট ভিসায় শিক্ষার্থী পাঠানোর নাম করে অনেক কনসালটেন্সি ফার্ম হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা। ফার্মগুলো শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে পত্রিকায় রঙচঙা বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। বিজ্ঞাপনের গায়ে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিতিসহ শত প্রকার কোর্সের অফার, ভিসা পাওয়ার গ্যারান্টি, পড়াশোনার পাশাপাশি পার্টটাইম চাকরি করে মাসে ৮০ হাজার থেকে দেড় লাখ টাকা ইনকামের নিশ্চয়তা. পৃঃ ১২ঃ কঃ ৮

বিদেশে শিক্ষার্থী পাঠানোর নামে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

কোর্স শেষে ওয়ার্ক পারমিট প্রদান, শুধু এসএসসি পাস থাকলেই যেকোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এপ্লাইয়ের সুযোগ, আইইএলটিএস ছাড়া ভর্তির সুযোগ, পড়াশোনা শেষে সিটিজেনশিপ পাওয়ার নিশ্চয়তা ইত্যাদি বিশেষণ যুক্ত করা হয়। এসব লেখা দেখে স্টুডেন্টরা ছুটে যান ওইসব ফার্মগুলোতে। এই সুযোগে ফার্মগুলো স্টুডেন্টদের কাছ থেকে হাতিয়ে নেয় অনেক টাকা।

এ ধরনের ফার্মগুলোর মধ্যে একটি হলো ধানমন্ডির সাত মসজিদ রোডস্থ (মিনা হাউজ সংলগ্ন) এম্বিশন প্লাস কনসালটেন্ট লিমিটেড। ফার্মটি বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনা বেতনে পড়াশোনার নিশ্চয়তা এবং স্টুডেন্ট ফাইল ওপেন করতে কোন টাকা খরচ হবে না বলে স্টুডেন্টদের আকৃষ্ট করছে। প্রায় প্রতিদিনই পত্রিকায় এ ফার্মটির রঙচঙা বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হচ্ছে। স্টুডেন্টরা এ সুযোগের কথা জেনে ছুটে গিয়ে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

একজন ভুক্তভোগী স্টুডেন্ট বলেন, বিশ্বব্যাপী কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সহায়ক উচ্চতর শিক্ষা লাভের আকাঙ্ক্ষা অনেকের থাকলেও প্রয়োজনীয় তথ্য, যোগাযোগ ও নিশ্চয়তার অভাবে তা অপূর্ণই থেকে যায়। ফার্মটি বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনা বেতনে পড়াশোনার নিশ্চয়তা এবং স্টুডেন্ট ফাইল ওপেন করতে কোন টাকা খরচ হবে না বলে উল্লেখ করাতে মনে হলো এবার বুঝি স্বপ্ন পূরণ হতে চলল। কিন্তু ইউকে'র একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য ফাইল ওপেনের পর থেকে এজন্য সেজন্য করে বিভিন্ন সময়ে হাজার হাজার টাকা দিতে হয়েছে। সার্ভিস চার্জ হিসেবে ৩৫ হাজার টাকা নেয়া হয়েছে। এছাড়া রেজিস্ট্রেশন ফি, টিউশন ফি, ব্যাংক এস্টেটমেন্ট বাবদ ফিসহ বিভিন্ন খরচ দেখিয়ে প্রায় আট লাখ টাকা নেয়া হয়েছে। এরপরও ভিসা হয়নি। কথা ছিল ভিসা না হলে একবছরের টিউশন ফি'র (প্রায় ৬ লাখ টাকা) পুরোটাই ফেরত দেয়া হবে। কিন্তু বারবার ফার্মটিকে টাকার জন্য তাগিদ দেয়া হলেও গড়িমসি করা হচ্ছে।